বছর পেরনোর আগেই প্রমাণিত

নোট বাতিল শুধুই ভাঁওতা

এক বছর হয়ে গেল নোট বাতিলের। ৮ নভেম্বর, ২০১৭ বর্ষপূর্তি। ২০১৬ সালের এই দিনটিতে আকস্মিকভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নোট বাতিলের ঘোষণা করেছিলেন। বলেছিলেন, এর মাধ্যমে কালো টাকা উদ্ধার হবে, জাল নোট বন্ধ করা যাবে, আর সন্ত্রাসবাদীদের হাতে টাকা যাওয়া বন্ধ হবে।

শতাধিক প্রাণ হরণ, রাজস্বের বিপুল ক্ষতি স্বীকার, মানুষের হয়রানি ইত্যাদির বিনিময়ে মানুষ মুখিয়ে ছিল দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলির সমাধানের আশায়। কিন্তু কী পেল তামাম ভারতীয় জনগণ? গত বছর নোট বাতিলের পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন— ১) মাত্র ৫০ দিন সময় দিন। এই ৫০ দিন কষ্ট করলে তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। ২) জাপান সফর থেকে ফিরেই গোয়ায় বলেছিলেন, 'যদি ৫০ দিন পরও পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, তা হলে দেশের যে কোনও চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমাকে জনতা শাস্তি দিতে পারে'। ৩) মোরাদাবাদে বলেছিলেন, 'এই যে এটিএম আর ব্যাঙ্কের কাউন্টারে লাইন পড়েছে এটাই ভারতের সর্বশেষ লাইন'। ৩০ ডিসেম্বর '১৬-র পর 'ভারতে আর কোনও ব্যাপারেই লাইন দিতে হবে না'। ৪) গাজিপুরের সমাবেশে বলেছিলেন, 'কালো টাকা, জাল টাকা, দুর্নীতি, ঘুষ এসব আর থাকবে না'।

প্রধানমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করলে রেশন, ব্যাঙ্ক, ট্রেনের টিকিট কাউন্টার, ডাকঘর, কোনও পরিষেবার জন্যই আর লাইন দেওয়ার কথা নয়। দেশ থেকে অন্তর্হিত হওয়ার কথা কালো টাকা, জাল টাকা, দুর্নীতি, অসততা, ঘুষের রাজত্ব। ২০১৭ সাল ভারতকে সত্যিকারের সেরা এক রাষ্ট্রে পরিণত করবে— এটাই ছিল মানুষের প্রত্যাশা। এগুলির কটা বাস্তবায়িত হয়েছে?

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৯৯ শতাংশ নোট কোষাগারে ফিরে এসেছে। এখনও না কি সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে জমে থাকা বাতিল টাকা গোনা হয়নি। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, মোট কালো টাকার মাত্র ছয় শতাংশ নগদে জমানো থাকে। তা হলে বাকি ৯৪ শতাংশ কালো টাকা— যা নগদে জমা নেই, তা কী করে বাজেয়াপ্ত হবে নোট বাতিলের দ্বারা? এ প্রশ্ন সেদিনই উঠেছিল। অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, আজ পর্যন্ত কত কালো টাকা উদ্ধার হয়েছে তার কোনও তথ্য নেই। বরং এই সুযোগে অনেক কালো টাকা সাদা করে নিয়েছে কালো টাকার মালিকরা। এ ছাড়া নতুন নোট জালের ভুরি ভুরি নজির আজ সর্বসমক্ষে রয়েছে। জঙ্গি হানার কোনও সুরাহা হয়েছে বলে তো দেশের মানুষের জানা নেই। তা হলে নিট ফল শূন্য-ও নয়, মাইনাসে পৌঁছে গেছে।

২০০৬ সালে সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল, সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয় কালো টাকার পরিমাণ ১, ৪৫, ৬০০ কোটি ডলার। এই পরিমাণটা অন্যান্য সব দেশের মিলিত আমানতের চেয়ে বেশি। এটা দেশের বৈদেশিক ঋণের ১৩ গুণেরও বেশি।

৬৩৪ জন ব্যক্তির বিদেশে সঞ্চিত কালো টাকার মোট পরিমাণ ভারতীয় সম্পদের দ্বিগুণ। সেই কালো টাকা কি সরকার উদ্ধার করেছে? উদ্ধার দূরের কথা, সুপ্রিম কোর্ট কালো টাকার কারবারিদের নাম প্রকাশ করতে বলেছিল, সরকার তাতেও রাজি হয়নি। কালো টাকা তৈরি হয় একটা প্রক্রিয়ায়। সেই প্রক্রিয়া বন্ধ না করে, নোট বাতিলের মাধ্যমে কালো টাকা বন্ধ করা যায় না। সে কথা আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে, কালো টাকা ধরা নয়, প্রধানমন্ত্রীর আসল উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর সরকারের সার্বিক ব্যর্থতা-অপশাসন থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য চমক তৈরি করা।

কালো টাকার উদ্ধারই যদি সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তা হলে রাঘববোয়াল কালো টাকার মালিকদের একজনকেও তারা গ্রেপ্তার করল না কেন? এই প্রশ্নে আগের সরকারগুলির সঙ্গে বিজেপি সরকারের কোনও ফারাক আছে কি? ১২ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নতুন টাকা ছাপানোর বিপুল অর্থ ব্যয়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির বিপুল রাজস্ব ক্ষতি, মানুষের সীমাহীন হয়রানি সর্বোপরি শতাধিক মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে কী পেল দেশের মানুষ? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করেনি রিলায়েন্সের

অনিল আম্বানি, বেদান্ত গ্রুপের অনিল আগরওয়াল, এস আর গ্রুপের শশী রুইয়া-রুবি রুইয়া, আদানি গ্রুপের গৌতম আদানি, বিজয় মালিয়া, ললিত মোদির মতো আরও ধনকুবেররা। সরকার গ্রেপ্তার করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল না কেন? এসব দেখে কি কারও মনে হতে পারে যে সরকার ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে? সরকার যে আদৌ কালো টাকা, ঋণখেলাপিদের টাকা উদ্ধার করতে চায় না, তা সরকারের একের পর এক পদক্ষেপেই পরিষ্কার। এই সব রাঘববোয়ালদের থেকে ঋণ ফেরত চাওয়া দূরের কথা, তারা যাতে আবার ঋণ নিতে পারে তার জন্য সরকার শুকিয়ে যাওয়া ব্যাঙ্কগুলিতে আরও ২.১১ লক্ষ কোটি টাকা মূলধন হিসাবে জোগাচ্ছে। এই টাকা তো জনগণেরই টাকা। সেই টাকাই ব্যাঙ্কগুলিতে নতুন করে ঢালছে সরকার। অথচ দেশের কৃষকরা ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করছে, সরকারের কাছে ঋণ মকুবের দাবি জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছে।

দুর্নীতিগ্রস্ত এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতি মুহূর্তে কালো টাকার জন্ম দিয়ে চলেছে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রেখে, তার রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা করে কোনও সরকারের পক্ষেই কালো টাকা নির্মূল করা সম্ভব নয়। কালো টাকার বিরুদ্ধে বিজেপির স্লোগান তাই একটা রাজনৈতিক চমক ছাড়া আর কিছুই নয়।

নোট বাতিলের বিপর্যয়কর ঘোষণার বর্ষ পূর্তিতে

দেশব্যাপী প্রতিবাদের ডাক

গত বছর ৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শতাধিক মানুষের মৃত্যু, লাখ লাখ মানুষের কাজ হারানো, সীমাহীন হয়রানিই শুধু হয়নি— দেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে তার ধাক্কা সামলাতে আরও কতদিন লাগবে তা কেউই বলতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে আগামী ৮ নভেম্বর এই সর্বনাশা সিদ্ধান্তের বর্ষ পূর্তির দিনে সারা দেশজুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই (সি) সহ ৬টি বাম দল।

২৫ অক্টোবর এই দলগুলির যৌথ বিবৃতিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে দেশে ধর্মীয় বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটাচ্ছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য দেশের সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছে এই ৬টি বাম দল।

বিবৃতিতে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড়ের কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছেন বামদলগুলির নেতৃবৃন্দ। বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তু হিসাবে স্বীকৃতি ও তাঁদের মানবাধিকার রক্ষারও দাবি জানানো হয়।